পরিকল্প নং ১০৯
জীবন বিকাশ (শিক্ষাবৃত্তি)

আপনার শিশুর নিরাপদ শিক্ষা
দিতে পারে কোন জন?
প্রগতি লাইফের জীবন বিকাশ
হবে দুর্দিনের স্বজন।

শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আগামী প্রজন্ম যেন ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করে নিতে পারে এজন্য উচ্চ শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষাখাতে খরচ যেমন কলেজ ফি, টিউশিন ফি দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াশুনার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করেই প্রগতি লাইফ এই শিক্ষা বীমা চালু করেছে। এ বীমার মাধ্যমে নিয়মিত সঞ্চয় করে আপনি অতি সহজেই আপনার সন্তানের ভবিষ্যতে সুনিশ্চিত করতে পারেন এবং নিজেও দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারেন।

বৈশিষ্ট্য ঃ

এ পরিকল্পে মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা থাকায় ছাত্র/ছাত্রীরা পড়াশুনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং ভাল রেজাল্ট করার চেষ্টা করবে। কোন পরীক্ষায় সন্তান কৃতকার্য হতে ব্যর্থ হলে যতদিন পর্যন্ত না সে উত্তীর্ণ হবে ততদিন পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান বন্ধ থাকবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার এক বছর আগে দশম শ্রেণীতে মাসিক বৃত্তি প্রদান শুরু হবে ও তা চলবে সর্বোচ্চ ৯ (নয়) বছর। বৃত্তি প্রদান আরম্ভ হওয়ার আগে অথবা পরে যদি কোন কারণে শিশুর পড়াশুনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় তবে আর বৃত্তি প্রদান করা হবে না। এমতাবস্থায় অভিভাবক অন্য সন্তানের নামে পলিসিটি পরিবর্তন করতে পারেন। গ্রাহক ইচ্ছা করলে বৃত্তির পরিমাণ বাড়াতে অথবা কমাতে পারেন। প্রিমিয়াম হারও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

প্রতি ইউনিটের বৃত্তির পরিমাণঃ

অধ্যয়নের সময়	বার্ষিক বৃত্তি	বৃত্তির মেয়াদ	বৃত্তির মোট পরিমাণ
দশম শ্রেণী-উচ্চ মাধ্যমিক	টাঃ ১,২০০	৩ বছর	টাঃ ৩,৬০০/-
৪ বছরের স্নাতক	টাঃ ২,৪০০	৪ বছর	টাঃ ৯,৬০০/-
২ বছরের স্নাতকোত্তর	টাঃ ৩,৬০০	২ বছর	টাঃ ৭,২০০/-
সর্বমোট বৃত্তির পরিমাণ			টাঃ ২০,৪০০/-
মাস্টার্স ডিগ্রী পাসের পর শিক্ষা/বিয়ে/নিজস্ব ব্যবসা অথবা যে কোন কিছুর জন্য			সমস্ত প্রিমিয়াম ফেরত

মৃত্যুতে প্রতি প্রাপ্য ঃ

যদি প্রিমিয়াম প্রদানকালে এবং ৬০ বছর বয়সের পূর্বে বীমাবৃত/অভিভাবক মারা যান, তাহলে ভবিষ্যতের সমস্ত প্রিমিয়াম মওকুফ হয়ে যাবে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময় থেকে সন্তানের দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রতি ইউনিটে মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা প্রদান করা হবে। সন্তান দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে যথারীতি বৃত্তি প্রদান করা হবে। (যদি সন্তান নিয়মিত শিক্ষার্থী থাকে)

একক প্রিমিয়ামঃ

এ পরিকল্পে একক প্রিমিয়াম প্রদানের সুবিধা রয়েছে।

একক প্রিমিয়াম পলিসি গ্রহণ করলে তুলনামূলক ভাবে প্রিমিয়ামের হার অনেক কম হয়। এ ছাড়া মোটা অংকের আয়কর রেয়ত পাওয়া যায় এবং একবার মাত্র প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয় বলে প্রতি বছর প্রিমিয়াম প্রদানের ঝামেলা থেকে চিন্তামুক্ত হওয়া যায়। বৃত্তি শুরু হওয়ার পূর্বে সন্তানের মৃত্যু হলে প্রিমিয়াম ফেরত দেয়া হবে।

শিশুকে উপহারঃ

নতুন সন্তানের আগমনে অথবা জন্মদিনে যে কেউ এই একক পলিসি উপহার দিতে পারেন। একটি ছেলে অথবা মেয়ের শিক্ষা জীবন সুনিশ্চিত করার মত উপহার আর কি বা হতে পারে। যে কেউ যে কোন শিশুর জন্য এ পলিসি নিতে পারেন। তবে প্রস্তাবকের নাম অবশ্যই সেই শিশুর বাবা/মা/আইনগত অভিভাবক হতে হবে।

অতিরিক্ত বীমা ঝুঁকি সুবিধা (একক বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) ঃ

সামান্য অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বীমাবৃত নিজের জীবনের উপর মোট অংকের বীমা (সর্বোচ্চ পাঁচলাখ) টাকা নিতে পারেন। বৃত্তি আরম্ভ হওয়ার আগে এবং ৬০ বছর বয়সের পূর্বে মৃত্যুতেই শুধুমাত্র বীমা ঝুঁকির টাকা প্রদান করা হবে। প্রতি ইউনিটের জন্য বীমা ঝুঁকি নেয়া যাবে সর্বোচ্চ ২০,০০০/-টাকা।

উদাহরণঃ ৩৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি তার ৮ বছরের সন্তানের জন্য ১০ ইউনিরে শিক্ষাবৃত্তি পলিসি নিলেন। সন্তান দশম শ্রেণীতে উর্ত্তীণ হওয়ার সাথে সাথে বৃত্তি শুরু হবে। বৃত্তির পরিমাণ নিম্নের ছক দেখানো হল ঃ

অধ্যয়নের সময়	বার্ষিক	মোট বৃত্তির
দশম শ্রেণী-উচ্চ মাধ্যমিক	টাঃ ১২,০০০/-	টাঃ ৩৬,০০০/-
৪ বছরের স্নাতক	টাঃ ২৪,০০০/-	টাঃ ৯৬,০০০/-
২ বছরের স্নাতকোত্তর	টাঃ ৩৬,০০০/-	টাঃ ৭২,০০০/-
মাস্টার্স ডিগ্রী লাভের পর	এককালীন	টাঃ ২,০৮,১৯০/-
	সর্বমোট	টাঃ ৪,০৮,১৯০/-

৩৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তির বিভিন্ন মেয়াদের তুলনামূলক প্রিমিয়ামের হার (১০ ইউনিটের জন্য)ঃ

পলিসির মেয়াদ	বার্ষিক প্রিমিয়াম		একক প্রিমিয়াম
	বার্ষিক	মোট	
১৪	টাঃ ৮,৬৬০	টাঃ ১,২১,২৪০	টাঃ ৭০,১৩০
১০	টাঃ ১৫,১৬০	টাঃ ১,৫১,৬০০	টাঃ ১,০৩,০৪০
৫	টাঃ ৫০,৬০০	টাঃ ২,৫৩,০০০	টাঃ ২,১২,৭৫০

যে সকল একক পলিসির মেয়াদ ৬ বছর বা তার অধিক সে সকল পলিসির একক প্রিমিয়াম ৩ অথবা ৫ বার্ষিক কিস্তিতে প্রদান করা যাবে। ৩ অথবা ৫ কিস্তির প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য সারণীতে প্রদত্ত একক প্রিমিয়ামকে যথাক্রমে ০.৩৬৪ ও ০.২৩৮ দিয়ে গুণ করতে হবে।